# ৬.শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে অনলাইন ২ টাকার ব্যাংক, ই-কমার্সের মাধ্যমে হস্তশিল্প বিপণন কেন্দ্র এবং মিনি লাইব্রেরি স্থাপন।

**প্রেক্ষাপট:** প্রতিবছরেই একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। ২০১৬ সালে ৮০ জন, ২০১৭ সালে ৭০ জন এবং ২০১৮ সালে ৫৩ জন শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে গ্রহণ করা হয়েছে নানামূখী উদ্যোগ। ২০১৯ সালে বাস্তবায়িত শিক্ষা উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা গেছে ৮০%। ১০০% ঝরে পড়া রোধে সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মুজিব বর্ষ কে কেন্দ্র করে নানামূখী উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

**বিদ্যমান সমস্যা:** প্রতিবছর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়া। শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফি প্রদানে অসামর্থ।

**অনুপ্রেরণার উৎস:** শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মূখী করণ এবং স্ব-নির্ভরতা আনায়নে শিক্ষার্থীদের নিয়ে সরকারের উদ্ভাবন বিষয়ক আগ্রহ আমাদেরকে শিক্ষা উদ্ভাবন কার্যক্রম পরিচালনা এবং বাস্তবায়নে উৎসাহিত করেছে।

**গৃহীত প্রদক্ষেপ:** বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে স্টুডেন্ট ব্যাংকিং এন্ড ওয়েলফেয়ার ফান্ড( ২ টাকার ব্যাংক)। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২ টাকা করে প্রতিমাসে জমা করে। ইচ্ছে করলে তারা সে টাকা তুলেও নিতে পারে। বার্ষিক সার্ভিস চার্জ হিসেবে কেটে নেয়া হয় ২ টাকা। ফান্ডটির জন্য বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৩ টি শাখা শ্রেণিকে ১৩ টি ব্যাংক শাখা করে ক্লাশ ক্যাপ্টেনকে দেয়া হয়েছে ব্যাংক ম্যানেজার এবং সহকারী ক্লাশ ক্যাপ্টেনকে দেয়া হয়েছে সহকারী ম্যানেজারের দায়িত্ব। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে একজন অর্থ সচিব এবং একজন গর্ভণর। ব্যাংক এর আদলে গড়ে তোলা কার্যক্রম মনিটরিং করতে প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী শিক্ষক সার্বক্ষণিক ব্যাংকটি মনিটরিং করে থাকে। স্থানীয় শিক্ষা অনুরাগী ব্যাক্তিবর্গ এবং বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা এককালিন অনুদান প্রদান করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের অনুদান গ্রহণের মানষিকতা থেকে বের করে পণ্য উৎপাদন এবং শিল্পে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করণে "কর্ম ও জীবনমূখী শিক্ষা" বিষয়ের আলোকে শিক্ষার্থীদের হস্তশিল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা অবসর সময়ে হস্তশিল্প তৈরি করে তা বিদ্যালয়ে জমা দিতে পারছে। বিদ্যালয় ২ টাকার ব্যাংক ফান্ড থেকে সে পণ্য কিনে নিয়ে বিদ্যালয়ে স্থাপন করা বিপণন সেলে পণ্যটি বিক্রি করছে। ফলে শিক্ষার্থী স্ব-নির্ভরতায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

প্রতিটি শ্রেণিতে একটি করে মিনি লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বই মিনি লাইব্রেরিতে রাখা। বিজ্ঞান বিষয়ের প্রত্যেকটি পাঠ ভিত্তিক উপকরণ বক্স লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ।

**বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ:** শিক্ষা উদ্ভাবনের অংশ হিসেবে গৃহীত প্রদক্ষেপ হিসেবে ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক-অভিভাবক ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিদের সঙ্গে মতবিনীময় করা হয়।

**টেকসই করণে গৃহীত ব্যবস্থাদি:** ২ টাকার ব্যাংক ফান্ড গঠনে নীতিমালা প্রণয়ণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং সঞ্চয়ী মনভাব তৈরিতে সেমিনার করা হয়। হস্তশিল্প উৎপাদনে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কার্যক্রমটির ত্রিমাসিক পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করা হয়। স্থানীয় গণমাধ্যমকে জানানো হয় এবং তা বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে প্রচারিত করার মাধ্যমে শিক্ষা উদ্ভাবনের বিষয়টি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়নে দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়।

**যেভাবে পরিবর্তনের শুরু:** সরকারের উদ্ভাবনী সেল এটুআই আইল্যাবের নানামূখী উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিষয়ে অবগত হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ক কিছু উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় এ ধারণাটি আসে। এরপর প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে শিক্ষকদের বিভিন্ন আইডিয়া বছর জুড়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা চলে। গঠন করা হয় ২ টাকার ব্যাংক, শিক্ষার্থীদের হাস্তশিল্প বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর করার প্রয়াসটা আসে শিক্ষার্থীদের চিত্তাকর্ষক তৈরি জিনিসপত্রগুলোর বাণিজ্যিক মূল্য জেনে।

**জীবন মানের পরিবর্তন:** বিদ্যালয়ের ২০১৯ সালের ৭০০ জন শিক্ষার্থী ২ টাকার ব্যাংক কার্যক্রম এবং হস্তশিল্প কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। ২ টাকার ব্যাংক ফান্ড থেকে ৫০ জন শিক্ষার্থী সহযোগিতা পেয়েছে। হস্তশিল্পের মাধ্যমে স্ব-নির্ভরতায় কাজ করছে দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী। সাত

শতাধিক  শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব তৈরি করা গেছে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা নিজের সৃষ্টিশীলতা কাজে লাগাতে পারছে। তা স্ব-প্রণোদিত হয়ে শিক্ষা উদ্ভাবনে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

| সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা | ২ টাকার ব্যাংকে মোট জমাকৃত টাকার পরিমাণ | ২ টাকার ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা | হস্তশিল্প কার্যক্রমে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা | কার্যক্রমের ফলে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর পরিমাণ রোধ হয়েছে |
|---|---|---|---|---|
| ৯০ জন | ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) | ৭১০ জন | ১১০ জন | ৮০% |

**সুদূরপ্রসারী অবদান:** এ কার্যক্রম অত্র বিদ্যালয়ের বাইরে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হলে দেশ ব্যাপি প্রত্যেক বিদ্যালয়ের তৈরি হবে ব্যাতিক্রমধর্মী  ২ টাকার ফান্ড, শিক্ষার্থীদের সঞ্চয় মনোভাব তৈরি হবে, ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে,  ফান্ডটি থেকে হস্তশিল্প উৎপাদনের অর্থযোগান দেয়া যাবে এবং উৎপাদন চেতনাকে ছড়িয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে একটি বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

**উপকারভোগী প্রতিক্রিয়া:** শিক্ষার্থী -অভিভাবকরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিদ্যালয়ে উদ্ভাবনমূখী এ কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছে।  ২ টাকার ব্যাংক ফান্ড থেকে অর্ধশত শিক্ষার্থী সরাসরি আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছে। সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাকার্যক্রম অব্যহত আছে। জামা, জুতা, বই, খাতা, ক্যালকুলেটার, স্কুল ব্যাগ সহ বিভিন্ন সহযোগিতা পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। সপ্তম শ্রেণি শিক্ষার্থী মেহেরিন নেছা তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। মেহেরিনের জামা নষ্ট হয়ে গেছিল মেহেরিন বিদ্যালয়ে আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছিল  মেহেরিন ২ টাকার ব্যাংক এ আবেদন করা মাত্রই পেয়ে যায় নতুন পোশাক। অভিভাবকরাও তাদের স্বত:স্ফুর্ত ভাবে এসব কার্যক্রমকে শিক্ষার জন্য সহায়ক বলে মনে করছে। শিক্ষার্থী আসফিয়া তাসনিম মুমু জানায়, বিদ্যালয় থেকে শেখা হস্তশিল্প আমরা অবসরে তৈরি করছি এবং বিদ্যালয়ে পণ্য বিক্রি করে আর্থিক লাভবান হচ্ছি। এ টাকা থেকে আমাদের পড়াশোনার খরচের যোগান পাচ্ছি।

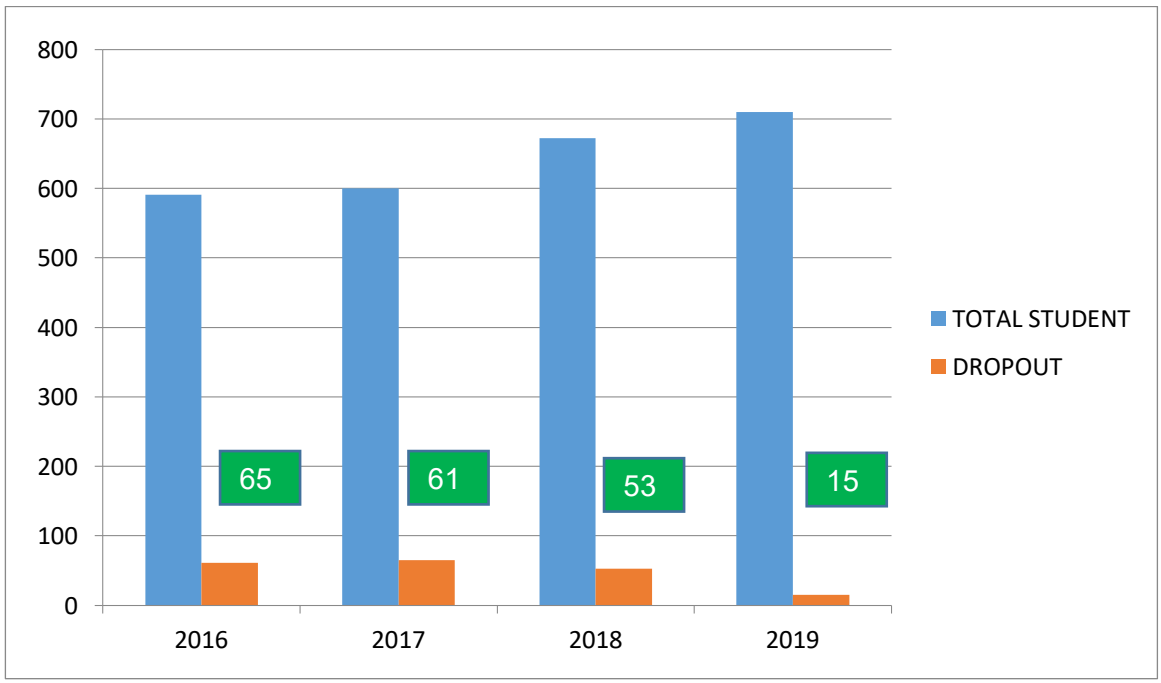


## ৭. প্রমাণ:

ইউটিউবে কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি: https://www.youtube.com/watch?v=WU9n9hNbDJo

ইউটিউবে কার্যক্রমের প্রচারিত সংবাদ: https://www.youtube.com/watch?v=SbqyQBUXbm4

২ টাকার ব্যাংকের উদ্বোধন

২ টাকার ব্যাংকের মাধ্যমে সুবিধাভোগীরা

শিক্ষার্থীদের হস্তশিল্প

দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক মহোদয় ২ টাকার ব্যাংক কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তা প্রদান করছেন।

২ টাকার ব্যাংক কার্যক্রম

হস্ত শিল্প বিপণন কেন্দ্র

# প্রচারিত সংবাদ

কালের কণ্ঠ
আপডেট : ২০ আগস্ট, ২০১৯ ১৭: ১৩

## ২ টাকার ব্যাংকে ছাত্রীরাই সব

দিনাজপুরের এক স্কুলের ছাত্রীরা চালু করেছে একেবারে অন্য রকম এক ব্যাংক। বিস্তারিত জানাচ্ছেন এমদাদুল হক মিলন

দুই টাকার ব্যাংক উদ্বোধনের সময়ের ছবি

ছাত্রজীবনে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সহপাঠীকে সহায়তা করা, দাদুর চশমা ঠিক করে দেওয়া, বই কেনা, বন্ধুর জন্মদিনে উপহার দেওয়া— এসব ঘটনা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কখনো না কখনো ঘটেছে। এ ধারণা কাজে লাগিয়ে স্কুলে দুই টাকার ব্যাংক, আবার সেই ব্যাংকের গভর্নর, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার শিক্ষার্থীরাই! শিক্ষার্থীরাই এই ব্যাংকে টাকা জমা করছে, ওই টাকা দিয়ে সুবিধাবঞ্চিত সহপাঠীদের সহায়তা করছে। ভাবা যায়!

দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী ও শতবর্ষী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এখানেই চালু হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী দুই টাকার ব্যাংক। এই ব্যাংকে সঞ্চয়কারী স্কুলের সব শ্রেণির ৭৫০ জন শিক্ষার্থী।

আট মাসে ১৮ হাজার টাকা সঞ্চয় হয়েছে। এরই মধ্যে এই টাকা থেকে ৫০ জন সুবিধাবঞ্চিত সহপাঠীকে সহায়তা হিসেবে দিয়েছে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর, বই, খাতা, কলম, স্কুলব্যাগ, জুতা, মোজা, স্কেল ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ। এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা এখন আনন্দের সঙ্গে পরিচয় দিয়ে থাকে—'আমি দুই টাকার ব্যাংকের গভর্নর, আমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, আমি ক্যাশিয়ার।'

সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়টির অবস্থান শহরের কালীতলায়। বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করার পাশাপাশি খেলাধুলা, বিতর্ক, রচনা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে পুরস্কার পাচ্ছে নিয়মিত। ২০১৯ সালের ৬ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় শুরু হয় দুই টাকার ব্যাংক। শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে জমা করে সর্বনিম্ন দুই টাকা। অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য লাগে দুই টাকা। অর্থাত্ প্রতিবছর একজন শিক্ষার্থী সর্বনিম্ন জমা করছে ২৬ টাকা। বছর শেষে ব্যাংকচার্জ হিসেবে কেটে নেওয়া হয় দুই টাকা করে। বাকি ২৪ টাকা বা অবশিষ্ট টাকা শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলেই তুলে নিতে পারবে। দুই টাকা সার্ভিস চার্জ নিয়ে তৈরি করা হয় কল্যাণ ফান্ড। এই ফান্ড থেকে স্কুলের অভাবী ও দরিদ্র মেয়েদের দেওয়া হয় খাতা- কলম, জামা- জুতাসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ। উপকৃত হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র্য পরিবারের শিক্ষার্থীরা। অবশ্য এই কল্যাণ ফান্ডে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র- ছাত্রীরাও।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক রতন কুমার রায় বলেন, 'আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. মোসাদ্দেক হোসেনের পরিকল্পনায় দুই টাকার এই ব্যাংক চালু করা হয়েছে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার উপকরণের পাশাপাশি কেউ অসুস্থ হলে আর্থিক সাহায্যও করতে পারব।' খুদে এই ব্যাংক পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে করা হয়েছে একজন গভর্নর, একজন অর্থসচিব। বিভিন্ন শ্রেণিকে ব্যাংকের ব্রাঞ্চ করা হয়েছে এবং শ্রেণিগুলোর ক্লাস ক্যাপ্টেনকে দেওয়া হয়েছে ব্যাংক ম্যানেজার এবং সহকারী ক্যাপ্টেনকে দেওয়া হয়েছে সহকারী ম্যানেজারের দায়িত্ব। এখন দারুণ উতসাহ নিয়ে ব্যাংকটি পরিচলনা করছে শিক্ষার্থীরা। ব্যাংকের টাকা আপাতত জমা থাকছে স্কুলের অফিস সহকারীর কাছে। তবে এর সার্বিক দেখভাল করছেন শিক্ষক মোসাদ্দেক হোসেন। প্রতি মাসের শুরুর দিকেই ব্যাংকের কর্মকর্তারা প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে। খুব দ্রুতই এই ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট একটা জায়গা এবং চেয়ার- টেবিলের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

কথা হলো নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও ব্যাংকটির নির্বাচিত গভর্নর সূচনা রায় পূজার সঙ্গে। বলল, 'আমরা ব্যাংকটির নাম দিয়েছি স্টুডেন্টস ব্যাংকিং ও ওয়েলফেয়ার। ব্যাংকটি চালু করায় বিদ্যালয়ের অভাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ দেওয়াসহ যারা কোনো কিছুর অভাবে স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়, তাদের সহযোগিতা করতে পারছি।'

দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও ব্যাংকটির দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থসচিব রেজওয়ানা ইসলাম বলল, 'এই বয়সেই ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মাচ্ছে ব্যাংকটির মাধ্যমে।'

ব্যাংকটি স্থাপনের মূল পরিকল্পনাকারী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক মো. মোসাদ্দেক হোসেন। কথা হলো তাঁর সঙ্গেও। বললেন ব্যাংকটি শুরুর ঘটনা, 'মাধ্যমিক পরীক্ষায় এক শিক্ষার্থী ১০০ টাকার অভাবে ফরম পূরণ করতে পারছিল না। তখন খুব কাঁদছিল মেয়েটি। বিষয়টি জানার পর শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ফান্ড গঠনের পরিকল্পনা মাথায় আসে। এরই ফসল এই ব্যাংক। অর্থ জমা ও তোলার জন্য মডেল চেক বই ব্যবহার এবং ব্যাংকিং সেবার বিষয়ে শিক্ষার্থীরা এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাচ্ছে। একই সঙ্গে অর্থাভাবে থাকা শিক্ষার্থী বিনা শর্তে তার টিউশন ফি বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খরচ এই ব্যাংক ফান্ডে সঞ্চিত টাকা থেকে আবেদন করে নিতে পারবে। আমাদের মনে হয় এই ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একে- অপরের জন্য কাজ করার মানসিকতা গড়ে উঠবে। অন্যান্য স্কুলেও এ ধরনের ব্যাংক চালু হলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধেও এটি ভূমিকা রাখবে।'

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোস্তফা কামাল

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
আপডেট : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ০০: ০০

# শিক্ষার্থীদের ২ টাকার ব্যাংক

রিয়াজুল ইসলাম, দিনাজপুর

এবার ব্যাংকের আদলে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে স্কুলের ছাত্রীরা। এই ব্যাংকে নিজেরা টাকা রেখে প্রয়োজনে নিজেরাই উঠাতে পারবে। আবার দরিদ্র শিক্ষার্থীসহ সুবিধাবঞ্চিতা পাবে এই ব্যাংক থেকে শিক্ষা উপকরণসহ অর্থ সাহায্য। শিক্ষার্থীদের দ্বারাই পরিচালিত এ ব্যাংকের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্টুডেন্টস ব্যাংকিং ও ওয়েলফেয়ার'। যা শিক্ষার্থীদের কাছে দুই টাকার ব্যাংক নামে পরিচিতি পেয়েছে। সাড়াও ফেলেছে শিক্ষার্থীদের মাঝে। এ ব্যাংকে প্রথম অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য দুই টাকা সার্ভিস চার্জ হিসেবে নেওয়া হয়। আর সার্ভিস চার্জ নিয়ে করা হয়েছে কল্যাণ ফান্ড। যা শিক্ষার্থীদের কল্যাণেই ব্যয় হবে। এই ফান্ড থেকে স্কুলের অভাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে খাতা- কলম, জামা- জুতাসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ। উপকৃত হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত এবং দরিদ্র্য পরিবারের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা প্রতিমাসে জমা করছে সর্বনিম্ন দুই টাকা। প্রতিবছর একজন শিক্ষার্থী সর্বনিম্ন জমা করবে ২৬ টাকা। বছর শেষে ব্যাংক চার্জ হিসেবে কেটে নেওয়া হবে মাত্র ২ টাকা করে। বাকি ২৪ টাকা শিক্ষার্থী ইচ্ছে করলেই স্কুল চলাকালীন তুলে নিতে পারবে। ২৭ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই ব্যাংকিংয়ের যাত্রা শুরু হয়। উদ্বোধন করেন স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও দিনাজপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদুল ইসলাম। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও ব্যাংকটির নির্বাচিত দায়িত্ব প্রাপ্ত গভর্নর সূচনা রায় পূজা বলেন, 'স্টুডেন্টস ব্যাংকিং ও ওয়েলফেয়ার' নামে ব্যাংকটি চালু করার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অভাবী ও দারিদ্র্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হবে। যাতে কোনো কিছুর অভাবে স্কুলে আসা বন্ধ না হয় শিক্ষার্থীদের। সুবিধাবঞ্চিতের লেখাপড়ার সুযোগসৃষ্টিতে ভালো লাগছে। দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও ব্যাংকটির দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থসচিব রেজওয়ানা ইসলাম জানান, আমরা ব্যাংক পরিচালনার মধ্যদিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের ধারণা জন্মাচ্ছে এবং মানবিক কিছু কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি। ব্যাংকটি পরিচালনার পরিকল্পনাকারী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক মো. মোসাদ্দেক হোসেন জানান, বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফরম পূরণে এক শিক্ষার্থী ১০০ টাকার অভাবে ফরমপূরণ না করতে পারায় অঝরে কাঁদছিল। বিষয়টি জানার পর শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ফান্ড গঠনের পরিকল্পনা করি। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই 'স্টুডেন্টস ব্যাংকিং ও ওয়েলফেয়ার' যা ২ টাকার ব্যাংক প্রবর্তন করা হয়েছে। কোনো দরিদ্র শিক্ষার্থী বিনা শর্তে তার টিউশন ফি বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ফি প্রদানে এই ব্যাংক ফান্ডে সঞ্চিত টাকা থেকে আবেদন করে টাকা গ্রহণ করে, ফি প্রদান করতে পারবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রতন কুমার রায় জানান, ২ টাকার এই ব্যাংকটি পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজন গভর্নর, একজন অর্থসচিব, বিভিন্ন শ্রেণিকে ব্যাংকের ব্রাঞ্চ করা হয়েছে এবং শ্রেণিগুলোর ক্লাস ক্যাপ্টেনকে দেওয়া হয়েছে ব্যাংক ম্যানেজার এবং সহকারী ক্যাপ্টেনকে করা হয়েছে সহকারী ম্যানেজার। আর পুরো কার্যক্রমকে মনিটরিংয়ে আমিসহ কয়েকজন শিক্ষক রয়েছি। দেশে এই স্কুলেই এ ধরনের ব্যাংকিং চালু হলো।

দেশ রূপান্তর

মঙ্গলবার, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯, ০৯ পৌষ ১৪২৬, ২৬ রবিউস সানি ১৪৪১

# ২ টাকার ব্যাংক

আব্দুল মোমেন, দিনাজপুর | ৩১ জুলাই, ২০১৯ ০০: ০০

দিনাজপুরের সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভিন্নধর্মী ২ টাকার ব্যাংক চালু করা হয়েছে। ২ টাকার ব্যাংকের ফান্ড থেকে সুবিধাবঞ্চিত ৫০ শিক্ষার্থীকে স্কুল ড্রেস, জুতা, খাতা- কলম, ব্যাগ, জ্যামিতি বক্স ও সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর দিয়ে সহায়তা করা হয়। ৭৫০ শিক্ষার্থীর উদ্যোগে গত জানুয়ারি মাসে সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয় ২ টাকার ব্যাংক।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৩টি শ্রেণি শাখার শ্রেণি ক্যাপ্টেনকে ব্যাংক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার করে প্রতিষ্ঠা করা হয় শিক্ষার্থীদের পরিচালিত ব্যাংক 'স্টুডেন্ট ব্যাংকিং অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার'।

ব্যাংকটিতে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সূচনা রায় পূজাকে গভর্নর নির্বাচিত করা হয়। সূচনা রায় পূজা জানান, ব্যাংকটিতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতি মাসে ২ টাকা করে জমা দেয়। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চাহিদা মতো সেই টাকা তুলতেও পারেন। দুই টাকার ব্যাংক থেকে সহায়তা পেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী রানী আক্তার বলেন, 'আমি ২ টাকার ব্যাংক থেকে জুতা সহায়তা পেয়েছি। আমরা যারা নিম্নবিত্ত পরিবারের তারা এ ব্যাংক থেকে সহায়তা পেয়েছি।'

অষ্টম শ্রেণির কহিনুর আক্তার বুলবুলি বলেন, 'আমি ২ টাকার ব্যাংকের সহায়তায় একটি পোশাক পেয়েছি। পোশাকটি পরে আমি এখন স্কুলে আসি। এটা আমাদের সব শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষণীয়। প্রতিটি স্কুলেই এ রকম উদ্যোগ নেওয়া হলে কোনো গরিব মেধাবী শিক্ষার্থী পিছিয়ে থাকবে না।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রতন কুমার রায় জানান, 'বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসাদ্দেক হোসেনের পরিকল্পনায় ব্যাংকটি চালু করা হয়। ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করার পর শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ব্যাংকটির ফান্ড বৃদ্ধি পায়। তারই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ২ টাকার ব্যাংক ফান্ড থেকে ৫০ শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা করেছে।'

সহকারী শিক্ষক মোসাদ্দেক হোসেন বলেন, 'শিক্ষার্থীরা ২ টাকা সার্ভিস চার্জ দিয়ে ব্যাংকটির গ্রাহক হতে পারে। সারা বছর টাকা জমা রেখে প্রনরায় সেই টাকা তুলতেও পারে। এই ২ টাকার সার্ভিস চার্জ থেকে একটি ফান্ড করা হয়েছে। এই ফান্ডটি সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় ব্যবহার হচ্ছে।'